তারিখ ... ৩ 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি ও একটি অনুরোধ

রাজনীতি আসলে কি তা জানি না। তবে ছোটবেলায় রাজনীতিকে মনে করতাম রাজার নীতি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের চারপাশের পারিপার্শ্বিকতা, রাজনৈতিক কর্মীদের পারস্পরিক ঘৃণা, শত্রুতা, হরতাল, বোমাবাজি ইত্যাদি দেখে মনে হতো— একেই কি রাজনীতি বলে। তবে বড় হয়ে জানলাম যে, রাজনীতি হল দেশকে নিয়ে ভাবা, দেশের সামগ্রিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা। আর ছাত্র রাজনীতি হল ছাত্রছাত্রীদের স্বীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যা, ক্লাসে পড়াশোনার পরিবেশ, ক্লাস হচ্ছে না, হয় না, লাইব্রেরির বই সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভাবা। এগুলো সমাধানে তাদের ধর্মঘট, প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ঠিক উল্টো কাজ করছে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলোর কথা না ভেবে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমি বলছি না যে, দেশের সমস্যা নিয়ে তারা ভাববে না। তারা দেশের সমস্যা নিয়েও চিন্তা করবে এবং অতীতে করেছিল— যার উদাহরণ হিসেবে মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের অবদানের কথা গভীরভাবে স্মরণ করা যায়। তবে এখন সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, আমাদের রাজনীতির সেই সোনালি অধ্যায় আর নেই। এখন রাজনীতিতে চোখে পড়ে না স্বদেশপ্রেম, পারস্পরিক [illegible] সহযোগিতা, ত্যাগের মনোভাব। ঢাকা অক্সফোর্ডখ্যাত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর সেই অবস্থায় নেই। এখন লেখাপড়াহীন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে সন্ত্রাস ও নোংরা রাজনীতি এবং দলাদলি। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের দলাদলির পাশাপাশি দেশের মেধা ও মননের প্রতীক শিক্ষকরাও সাদা, নীল ও গোলাপী প্রতীকে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছেন। কিন্তু শিক্ষকদের কাছে আমার তথা দেশবাসীর একান্ত অনুরোধ— দয়া করে ছাত্রছাত্রীদের বলির পাঁঠা বানাবেন না। আপনারা জাতির আশার আলো। আপনারা রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচে না গিয়ে বিবেককে জাগ্রত করুন, আমাদের সঠিক নির্দেশনা দিন। যেমনটি দিয়েছিলেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে। বর্তমানে দেশ আবারও আপনাদের জেগে উঠতে বলছে এবং আপনাদের সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির নামে ঘৃণ্য খেলা বন্ধ করা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করা। আপনারাই ফিরিয়ে দিতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃত গৌরব। সর্বোপরি দেশের সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা আপনারা আমাদের পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করুন। আমরা প্রথমত পড়তে চাই, আমরা লাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিনি।

মোঃ রাইসুল ইসলাম
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়